কোন ধরনের মানুষ জরুরী

সমীর কুমার রায়

ফার্স্ট ক্লাশ এ.সি কম্পার্টমেন্ট থেকে প্ল্যাটফর্মে পা রাখা মাত্র এক ঝটকা কনকনে হিমেল হাওয়া অনুপম সান্যালকে আঘাত হানে। এতক্ষন এ.সি কম্পার্টমেন্টে থাকার দরুণ তিনি বাইরের শীতের তীব্রতার আঁচ পাননি।

এখন না রাত, না ভোর। গোটা প্ল্যাটফর্ম ছাই ছাই রংয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বৈদ্যুতিক আলো শিশিরের ভিজে আস্তরনে ম্লান। দায়ের ফলা চেহারার চাঁদ বিষন্ন আভা চারপাশে ছড়ায়।

আপাদমস্তক গরম, ভারি ওভারকোটে ঢাকা, মাথায় মাংকি–টুপি লোকটা ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি দেয়। ট্রেন ছাড়ে।

অনুপম চারদিকে সাবধানী,অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে, কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখেন। না, কেউ তাঁকে দেখছে না, কেউ কাছাকাছি নেই, প্ল্যাটফর্ম প্রায় জনমানবশূন্য, রেলের কর্মচারীদের না ধরলে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন।

অনুপম বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, 'আমি দিন পনেরোর জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে চাই।'

বিশ্বনাথ হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হঠাৎ' ? বিশ্বনাথ অনুপমের বন্ধু এবং ভক্তও বটে। দুজনের বন্ধুত্ব বহুদিনের। যখন সেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত, তখন অনুপম সিঁড়ি বেয়ে জীবনে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা অবশেষে ফলপ্রসূ হয়েছে।

'কিছুদিন একা নির্জনে থাকতে ইচ্ছা করছে।'
'এত ভক্তজনের স্তাবকতা ছেড়ে থাকতে পারবি ?'
'হাঁপিয়ে উঠেছি।'

অনুপম প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসেন। প্রায় সামনেই, একটু দূরে, বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। তার গায়ের কাছে রিক্সাস্ট্যান্ড আছে। এখন ফাঁকা। ভোর আর রাতের এই সীমানায়, মাঘ মাসে, ট্রেন থেকে সওয়ারি প্রায় নামেই না। যদি নামেও, তা দুজন-তিনজন মাত্র। তাদের জন্য হাড়-হিম করা এই ঠান্ডায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার কোন মানে হয়না। এই বিবেচনায় কোন রিক্সা এখন এখানে নেই।

চেনা জায়গা। আগে একবার এসেছিলেন। বেড়াতেই। দুদিনের জন্য।

ইনস্পেকসান বাংলোটা বুক করে এসেছেন। একটা স্যুইট। এখান থেকে বেশী দূরে নয়। হাঁটা পথ।

সামনের পাকা সড়কে পা ফেলেন। একটা পাখীর ডাকের শব্দ শুনতে পান। তাঁর মনে হয়, পাখীটা ডাকছে- পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।

হারিয়ে যাওয়া সঙ্গিনীর জন্য সে যেন তার অন্তরের সব আকুলতা উজার করে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেরকমই তাঁর বোধ হয়।

যেখানে ইনস্পেকসান বাংলোটা, ছবির মতন যেন। পেছনে, খানিকটা দূরে, নাতি উচ্চ পাহাড়।

বাঁ-দিকে পোয়া মাইল দূর মতন, শীর্নকায়া একটা নদী। আগেরবারও এখানে উঠেছিলেন। নন্দই এখনো চৌকিদার। স্যুইটের চাবি সে-ই দেয়।
'ভালো আছো' ?
'হ্যাঁ, সাহেব।'

এতটা ট্রেন জার্নি করে এসে আর ঘুম আসে না। আর তাছাড়া, ট্রেনেও বেশ কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

গরম জলে, শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে, ভাল করে স্নান করে নেন। যেটুকু বা ঘুম ঘুম ভাব ছিল, দূর হয়ে যায়।

সকালে চা-টোস্ট-ডব্‌ল ডিমের ওমলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে অনুপম সোনা -মাখান রোদ্দুরে ঢাকা লাল-মাটির পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। বেশ ভাল লাগতে থাকে। রোদের তাপ তেমন কিছু নয়। শীতের আমেজ জড়ান। ঠান্ডা ঠান্ডা, অথচ ঠিক ঠান্ডা নয়, রোদের তাপ আর শীতের ঠান্ডা মাখামাখি করে বাতাসে ছড়ান।
নদীটা রোগা। তবে তা চেহারায়। জলের গতি আছে।

অনুপম পা ঝুলিয়ে পাড়ে বসলেন। অনেক্ষন বসেছিলেন। এখন অন্য আরেকটা কি পাখি ডাকছে। ক্রুর, ক্রুর, ক্রুর- একটানা -নিরবিচ্ছিন্ন, মনে হয় চারদিকের বাতাসেই ডাক ভাসছে। মন দিয়ে সেই ডাক শুনেন। এই ডাক কি বার্তা বয়, বোঝেননা। সকালের পাখীটাতো তার সঙ্গিনীর খোঁজ করছিল।

রাতে খেতে খেতে অনুপম নন্দর সঙ্গে গল্প করছিলেন। সারাদিন মুখ বুজে থাকা যায় নাকি!

একসময় নন্দ জিজ্ঞেস করে, 'সাহেব, আপনি মেমসাহেবকে আনেননি কেন ? ঘুরে যেতেন।'

'আমার মেম সাহেব নেই।'
নন্দ ধারণা করে, অনুপমের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। স্ত্রীর মৃত্যু বেদনার। তা ভেবে, অনুপমকে নন্দ আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেনা। তাতে যদি সাহেবের মনে দুঃখবোধ জেগে ওঠে।

দুই

অনুপম দাঁড়িয়ে পড়েন। বিপরীত থেকে ছোট মেয়েদের একটা দল আসছে। দু-লাইনে, পাশাপাশি। ব্লাউজ সাদা, ফ্রক নীল। স্কুলের ইউনিফর্ম। তখনও অনুপমের সঙ্গে ওদের কিছুটা দুরত্ব ছিল। মেয়েদের মুখ তিনি ঠিক দেখতে পাননা। তারা গোটা রাস্তা জুড়ে দু-লাইনে আসছিল। পথ প্রায় জোড়া। অনুপমের দাঁড়িয়ে পড়ার সেটা একটা কারণ। আর একটা

কারণ, স্কুলের মেয়েদের এই দু-লাইনে যাওয়া দেখতে তাঁর ভাল লাগছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি যাওয়াটা পুরো দেখতে চান। ছোট ছোট মেয়েদের মুখ দেখতে দেখতে তিনি অপত্যস্নেহ অনুভব করেন।

তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। রাঙ্গা মাটির সড়ক।

মেয়েরা কাছে এসে যায়। এখন তিনি তাদের অনেক স্পষ্ট দেখতে পান। লাইনের সামনে একজন বয়স্কা মহিলা, একা। তিনি মেয়েদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এরকম বলা যেতে পারে। তাঁর শাড়ির পাড় নীল, জমিন সাদা, ব্লাউজ পুরো নীল। অনুপম বোঝেন, এই মহিলাটি একজন শিক্ষিকা। মেয়েদের স্কুলেরই।

মেয়েদের লাইন অনুপমকে অতিক্রম করে এগোতে থাকে। তিনি মেয়েদের মুখ দেখতে থাকেন। তাঁর ভেতরে জেগে ওঠে অপূর্ণ অপত্যস্নেহ আরো আরো আরো ছড়িয়ে পড়ে, পড়তে থাকে। মেয়েদের লাইন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মেয়েদের লাইনের শেষেও একজন মহিলা। বয়স্কা। তাঁর পরনেও নীল -পাড় শাড়ি, সাদা জমিন এবং নীল ব্লাউজ। তাঁর মুখ চোখে পড়তেই অনুপম চমকে ওঠেন।

কোন সন্দেহ নেই পৃথিবী গোল। অনুপমের মনে হয়। তা না হলে, এতগুলো বছর বাদে কিনা ফের মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয়।

মহিলাটির চোখও অনুপমের মুখের উপর পড়ে। মুহূর্তর জন্য তিনি প্রায় নিথর হয়ে যান। তারপর, যখন তিনি আর অনুপম প্রায় পাশাপাশি, মৃদু, অতি মৃদু কণ্ঠে, পাশের মানুষেরই শ্রুতিগম্য কেবল, বলেন, 'তুমি এখানে ?'

কাছাকাছি, পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনুপম বলেন, 'বেড়াতে এসেছি'।
'কোথায় উঠেছো ?'
অনুপম ইনস্পেকসান বাংলোর নাম বলেন।

'আজ রাতে আমার বাড়িতে খেও।' তারপর মহিলাটি তাঁর বাড়ির ঠিকানা ও যাওয়ার রাস্তা জানান। 'সবাইকে এনো।'

তিন

ছোট বাড়ি একলা অনেকটা বাংলো প্যাটার্নের। ঢালু হয়ে নেমে আসা ছাদ। সামনে ফুলের বাগান। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া। তারই একজায়গায় প্রবেশ পথ। সেই পথের দু-পাশে সিমেন্টের থাম। বাঁদিকেরটার গায়ে বাড়ির নম্বর চকে লেখা।

এটাই তাহলে সেই বাড়ি। ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় অনুপম লেখাটি পড়েন।

কি বলে তাকে ডাকবেন? এতদিন বাদে? কয়েক যুগ যেন। অনুপম দ্বিধায় পড়েন।

দরজাটা ভাল করে খেয়াল করেন। একটা কলিংবেল দেখতে পান। টেপেন।

একটু বাদে একটি তরুনী,শাড়ি-ব্লাউজ পরনে, দরজা খুলে অনুপমের মুখের দিকে তাকায়। কোন সন্দেহ নেই, মঞ্জুর মেয়ে, মুখের আদল এক।

'মা আছেন'?
মেয়েটি অনুপমের মুখের দিকে তাকায়। ভাল করে দেখে।
'আসুন'।
মঞ্জু ভেতরের ঘরে গান গাইছিল।
'একা? আর সকলে কোথায়'?
'আমিতো একাই'।
অনুপমের উত্তর শুনে মঞ্জুর ঠোঁটের কোন বিচিত্র কারনে বেঁকে ওঠে।
'বসো'।
বাইরের ঘরটা সুন্দর করে সাজান। দেওয়ালে তিনটে পেন্টিং। অয়েল-কালারে আঁকা। কোনে নাম সই–এনাক্ষী।
অনুপম সোফায় বসে বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন। হাওয়ায় তিনি প্রশান্তির বাতাস পেলেন।

'এ আমার মেয়ে, ইনু, এনাক্ষী'।
অনুপম প্রত্যাশা করেছিলেন, মেয়েটি তাঁকে প্রণাম করবে, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন। করে না। তিনি আহত হন। মেয়েটি কি সভ্যতা জানে না? তাতো হতে পারে না।
এ মঞ্জুর মেয়ে। তাহলে কি মঞ্জু একে তাঁর বিশ্বাসঘাতক তার কথা বলে দিয়েছে? তাই-ই?

'তোমার তো খুব নামডাক!' বেতের গোল মোড়ায় চা রেখে মঞ্জু বলেন।
এর উত্তর হয়না। আর অনুপম বিনয় পছন্দ করেন না।

এনাক্ষী মায়ের পাশে বসে সারাক্ষণ অনুপমের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাঁর মনে হয়, সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ন, তীব্র। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।
'তুমি কি করো?' এনাক্ষী প্রশ্ন করেন।
'বি.এ পড়ি।'
'এখানে কলেজ আছে?'
'বাসে করে জেলা সদরের কলেজে পড়তে যাই।'

খাওয়ার পরে অনুপম মঞ্জুকে বলেন, 'অনেক দিন তোমার গান শুনিনি। একটা গাও না।'
'ছেড়ে দিয়েছি। আর গাই না।'

বাগানে একটা হাসনেহানার গাছ আছে। প্রায় জানালার কাছে। গন্ধে ঘর ভরা।

'আপনার কি মনে হয় না, খ্যাতিমান মানুষ হওয়ার থেকে একজন সৎমানুষ হওয়া অনেক বেশী জরুরী?' এবার এনাক্ষী অনুপমকে প্রশ্ন করে।

অনুপম এনাক্ষীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকান। তাকিয়ে থাকেন। তিনি এর মাকে চিনতেন। একে চেনেন না। কি বলতে চাইছে মেয়েটি?
'যে যেমন করে দেখে।'

'ঠিক বলেছেন। সেখানেই মানুষে মানুষে পার্থক্য।'
যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে অনুপম মঞ্জুকে বলেন, 'তোমার বরের সঙ্গে আলাপ হলো না। তিনি নেই?'
'বাইরে থাকেন।'

এনাক্ষী অনুপমকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।
'আপনি আর কখনো এ-বাড়িতে আসবেন না,' এনাক্ষী বলে।
অনুপম তখন গেটের ওধারে , রাস্তার উপরে। তিনি স্তম্ভিত হন। আহতও।

চার

নন্দ খামটা এনে অনুপমের হাতে দেয়। ঠিকানা লেখা হাতের লেখাটা পরিচিত নয়। তবে এরকম অপরিচিত হাতের লেখার চিঠিতো তিনি অনেক পেয়ে থাকেন। বিস্ময় বোধ করেন না। খাম খুলে পড়েন।

'এনাক্ষী তোমার মেয়ে। মঞ্জু'

অনুপম স্তম্ভিত হন। বহুদিনের পুরনো ঘটনাটা মনে পড়ে। নিজেকে ঘৃন্য অপরাধী বোধ হয়।

সমীর কুমার রায়, কোলকাতা, ১৬/০৩/২০০৬